The Financial Express

DCCI dialogue focuses on using green technology

FE Report

Speakers at a dialogue called for creating awareness about using green technology, reducing duty on environment-friendly equipment, and lowering interest rate to ensure sustainability of businesses.

They also emphasised rainwater harvesting, using renewable energy sources, reducing misuse of energy, and adopting modern waste management system in this regard.

They made the recommendations at a dialogue on 'Environmental Sustainability and Certification', organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) at its office on Sunday, a statement said.

The DCCI President Osama Taseer chaired the dialogue, where its Senior Vice President Waqar Ahmad Choudhury and Vice President Imran Ahmed were present, among others.

An expert on sustainable infrastructure and CEO of the EnergySolve International Ltd Mahendra Jayalath presented the keynote paper in the programme.

Mr Jayalath opined that sustainable development is the driving force behind development in the modern age.

Contamination of water, soil and air, chemical pollution, deforestation, and waste management are some of the concerns related with sustainable environment, he also said.

Ensuring business sustainability

"We need to focus on green building for sustainable environment, as it will help us to combat climate change-related problems," he added.

Osama Taseer said the DCCI has long been working with the policy-makers and development partners to promote environmental sustainability through some remarkable initiatives.

He mentioned various initiatives of the DCCI in this regard, like - 'Eco-friendly Jute Pulp Paper Project' and 'Resource Efficient Cleaner Production Project' in metal industry.

Sustainability is one of the most discussed environmental and climate change-related issues, he also said.

There are 90 green factories in Bangladesh, certified by the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), he added.

The DCCI president also underscored the need for ensuring coordination between public and private sectors to ensure a 'comprehensive greening' of the country's construction sector.

About 50 participants from different organisations took part in the dialogue.

saif.febd@gmail.com

NEWAGE
THE OUTSPOKEN DAILY

Dhaka Chamber of Commerce and Industry president Osama Taseer and Sustainable Infrastructure Development consultant and EnergySolve International (Pvt) Ltd CEO Mahendra Jayalath are seen, among others at an interactive dialogue on 'Environmental Sustainability and Certification' organised by DCCI at its head office in Dhaka on Sunday. About 50 participants from different organisations participated in this dialogue. — New Age photo

the daily observer
We stand for people's rights

DCCI working to promote green energy

Business Correspondent

President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Osama Taseer said DCCI is relentlessly working with the government policy makers and development partners to promote green energy and sustainable environment.

For this purpose it is working with many 'Eco-friendly initiatives such as Jute Pulp Paper Project' and 'Resource Efficient Cleaner Production Project' in metal industry.

He made the observation at a seminar an interactive Dialogue on "Environmental Sustainability and Certification" on Sunday.

About 50 participants from different organizations participated in the dialogue. Sustainable Infrastructure Development Consultant and CEO of EnergySolve International (Pvt) Ltd. Mahendra Jayalath presented keynote paper. DCCI President Osama Taseer chaired the Dialogue.

"Sustainability is one of the most discussed environmental and climate change related issues," he said. "The growing climate change vulnerability especially rising temperature is adversely affecting the sustainability of our construction and building sector, he said.

A study shows that about 40 percent of electricity of the total production in Bangladesh and 30 percent worldwide are consumed by the residential sector.

There are 90 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certified green factories in Bangladesh. Among those 24 are LEED platinum rated and more than 280 factories are registered with USGBC for LEED certification.

The New Nation

Conducive policy, incentives sought to encourage green building construction

Economic Reporter

Experts have put thrust on ensuring a comprehensive "greening" of Bangladesh's building sector to work together to support the integration and mainstreaming of green building concept.

They were speaking in a dialogue on "Environmental Sustainability and Certification", arranged by DCCI on Sunday.

About 50 participants from different organizations participated in this dialogue. Sustainable Infrastructure Development Consultant & CEO of EnergySolve International (Pvt) Ltd. Mahendra Jayalath presented the keynote paper. DCCI President Osama Taseer chaired the Dialogue.

The DCCI president said DCCI is relentlessly working with the policy makers and development partners to promote environmental sustainability through remarkable initiatives like 'Eco-friendly Jute Pulp Paper Project' and 'Resource Efficient Cleaner Production Project' in metal industry.

Sustainability is one of the most discussed environmental and climate change related issues, he said.

The growing climate change vulnerability especially rising temperature is adversely affecting the sustainability of our construction and building sector, he mentioned.

A study shows that about 40 percent of electricity of the total production in Bangladesh and 30 percent worldwide are consumed by the residential sector and there are 90 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certified green factories in Bangladesh. Among those 24 are LEED platinum rated and more than 280 factories are registered with USGBC for LEED certification.

Mahendra Jayalath in his presentation highlighted that sustainable development is the driving force behind modern day development. Contamination of water, soil and air, pollution by chemical, deforestation and waste management are some of the concerns related with sustainable environment.

According to a study, building's contribution to total environmental burden ranges between 12-42 percent and most of it is atmospheric and pollution emissions which is 40 percent. He said we need to focus on green building for sustainable environment as it would help us combating against climate change issues. For safe water resource, high benefit at low cost, lower business operating cost, increased building valuation, improved production capacity, energy efficiency and gaining confidence of international buyers, sustainable environment-friendly certified green building are very important.

Participants of this dialogue stressed on and recommended creating awareness for using green technology in building construction, loan facility at lower interest rate for green building, reducing duty on green building materials, rain water harvesting, renewable energy, reducing misuse of power and energy and modern waste management system.

Senior Vice President of DCCI Waqar Ahmad Choudhury gave the concluding remarks.

সমকাল

পরিবেশবান্ধব কারখানার নীতিমালা চান ব্যবসায়ীরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

টেকসই শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব কারখানা নির্মাণ উৎসাহিত করতে সহায়ক নীতিমালা তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি এ জন্য প্রণোদনাও দেওয়া উচিত বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা। তারা বলেন, সবুজ ভবন ও প্রযুক্তি আমদানিতে শুল্ক কমানো এবং কম সুদে ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন তারা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ'বিষয়ক এক সংলাপে এসব কথা বলেন ব্যবসায়ীরা। গত রোববার ঢাকা চেম্বারে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শিল্প খাতের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। শ্রীলংকাভিত্তিক এনার্জি সলভ ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মাহেন্দ্রা জয়ালাথ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাকা চেম্বারের সংলাপ

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারাবিশ্বে আবাসন খাতে বিদ্যুতের প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যবহার হয়। এ দেশে যা প্রায় ৪০ শতাংশ। এমন বাস্তবতায় 'সবুজ ভবন' নির্মাণ বিশ্বজুড়ে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের শিল্প খাতে 'গ্রিন বিল্ডিং, প্রযুক্তি ও পণ্যের' ব্যবহার বাড়ানোর জন্য জনসচেতনতা বাড়াতে সরকার ও বেসরকারি খাতকে যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মাহেন্দ্রা জয়ালাথ বলেন, শিল্প খাতে টেকসই উন্নয়নে মাটি, পানি ও বায়ুর দূষণ, অভয়ারণ্য ও বনভূমি উজাড় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নজর দিতে হবে। এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, ভবন নির্মাণের কারণে পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ থেকে ৪২ শতাংশ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪০ শতাংশ ক্ষতি বায়ুদূষণে হয়। মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যবসায়ীরা জানান, ভবন নির্মাণে সবুজ প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারা নির্মাণ খাতে স্বল্প সুদে ঋণ ও পণ্যের ওপর শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দেন। তারা বলেন, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধসহ আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে নীতিমালা প্রণয়নের তাগিদ

যুগান্তর রিপোর্ট

পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রণোদনা দেয়া উচিত। এতে দেশের শিল্পের পাশাপাশি আবাসিক খাতেও পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মিত হবে, যা দেশের জলবায়ুতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

রোববার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ'বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক সংলাপে ব্যবসায়ী নেতারা এসব কথা বলেন। সংলাপে বিভিন্ন শিল্প খাতের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি ওসামা তাসীরের সভাপতিত্বে শ্রীলংকানভিত্তিক এনার্জি সলভ্ ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহেন্দ্রা জয়ালাথ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ঢাকা চেম্বারের সংলাপ

মূল প্রবন্ধে মাহেন্দ্রা জয়ালাথ বলেন, এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভবন নির্মাণের কারণে পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২-৪২ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বায়ু দূষণ। এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। তাই টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণের দিকে মনোযোগী হতে হবে। বিশেষত শিল্প খাতে পরিবেশবান্ধব ভবন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা করবে। পানিসম্পদ রক্ষা, অর্থনৈতিক মুনাফা নিশ্চিত, ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস, স্থাপনার দীর্ঘস্থায়িত্ব, অধিক উৎপাদন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর আস্থা অর্জনে টেকসই পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যবসায়ী নেতারা ভবন নির্মাণে গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে এ খাতে স্বল্পসুদে ঋণ ও স্বল্পহারে শুল্কারোপের প্রস্তাব করেন। এ ছাড়াও তারা শিল্প খাতে ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের অপচয় রোধসহ আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের ওপর জোরারোপ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি ভবন নির্মাণ খাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়, যেখানে আমাদের দেশে হয় প্রায় ৪০ শতাংশ। এ অবস্থায় 'গ্রিন বিল্ডিং' নির্মাণের বিষয়টি সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এ সময় বাংলাদেশের শিল্প খাতে 'গ্রিন বিল্ডিং, প্রযুক্তি ও পণ্যের' ব্যবহারে বাড়ানোর জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় আরও বাড়ানো, গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ওপর স্বল্পহারে শুল্কারোপ এবং স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

অংশীজন সংলাপে উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই সহসভাপতি ইমরান আহমেদ, পরিচালক আশরাফ আহমেদ, দ্বীন মোহাম্মদ, এনামুল হক পাটোয়ারী, হোসেন এ সিকদার, রাশেদুল আহসান, কেএমএন মঞ্জুরুল হক, ইঞ্জিনিয়ার আল আমিন, রাশেদুল করিম মুন্না প্রমুখ।

প্রকাশনার ৬ বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

গ্রিন প্রযুক্তি পণ্যে স্বল্পহারে শুল্ক আরোপের আহ্বান ডিসিসিআইয়ের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ভবন নির্মাণে গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে স্বল্পসুদে ঋণ ও স্বল্পহারে শুল্ক আরোপের দাবি করেন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারা। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক সংলাপে মুক্ত আলোচনায় বক্তারা এ দাবি করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পখাতের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শ্রীলঙ্কানভিত্তিক এনার্জি সলভ ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মাহেন্দ্রা জয়ালাথ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের ডিসিআই সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, দেশের অর্থনীতির উন্নয়নকে বেগবান করার পাশাপাশি বেসরকারি খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের বিষয়টিকে ডিসিসিআই সবসময়ই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সম্প্রতি পরিবেশবান্ধব পাটের মণ্ড, কাগজ ও ধাতব খাতে রিসোর্স এফিশিয়েন্ট ক্লিনার প্রোডাকশন (আরইসিপি) বাস্তবায়নে ঢাকা চেম্বার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নে সবসময়ই পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি ভবন নির্মাণখাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারাবিশ্বে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের প্রায় ৩০% ব্যবহৃত হয়। যেখানে আমাদের দেশে এর পরিমাণ প্রায় ৪০%। এমন বাস্তবতায় 'গ্রিন বিল্ডিং' নির্মাণের বিষয়টি সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। আমাদের তৈরি পোশাক খাতে 'গ্রিন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি) সনদপ্রাপ্ত গ্রিন কারখানা রয়েছে প্রায় ৯০টি। যারমধ্যে ২৪টি ফ্যাক্টরি এলইইডি প্লাটিনাম ক্যাটাগরীর। বাংলাদেশের শিল্পখাতে 'গ্রিন বিল্ডিং, প্রযুক্তি ও পণ্য ব্যবহার বাড়ানোর জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় আরও বাড়ানো, গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ওপর স্বল্পহারে শুল্কারোপ এবং স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে মাহেন্দ্রা জয়ালাথ বলেন, আধুনিককালের অর্থনীতিতে শিল্পখাতে টেকসই উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ বিষয় এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাটি, পানি ও বায়ুর দূষণ, নানাবিধ কেমিক্যালের ব্যবহার জনিত দূষণ, অভয়ারণ্য ও বনভূমি উজার এবং বর্জ্যের অব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভবন নির্মাণের কারণে পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২-৪২ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বায়ু দূষণ এবং এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদেরকে গ্রিন (পরিবেশবান্ধব) ভবন নির্মাণে মনযোগী হতে হবে। বিশেষত শিল্পখাতে পরিবেশবান্ধব ভবন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা করবে। পানি সম্পদ রক্ষা, অর্থনৈতিক মুনাফা নিশ্চিত, ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস, স্থাপনার দীর্ঘস্থায়ীত্ব, অধিক উৎপাদন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহের আস্থা অর্জনে টেকসই পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও শিল্পখাতে ব্যয়হ্রাসের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ এর অপচয় রোধসহ আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের ওপর জোরারোপ করেন।

ডিসিসিআই সিনিয়র সহ-সভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ, পরিচালক আশরাফ আহমেদ, দ্বীন মোহাম্মদ, এনামুল হক পাটোয়ারী, হোসেন এ সিকদার, খন্দ. রাশেদুল আহসান, কে এম এন মঞ্জুরুল হক, ইঞ্জি. মো. আল আমিন, মো. রাশেদুল করিম মুন্না, মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, শামস মাহমুদ এবং এস এম জিল্লুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

‘পরিবেশবান্ধব গ্রিন কারখানা ৯০টি’

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে ৯০টি ‘গ্রিন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি)’ সনদপ্রাপ্ত কারখানা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর। তিনি বলেন, এসব গ্রিন কারখানার মধ্যে ২৪টি এলইইডি প্লাটিনাম ক্যাটাগরির।

গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ’ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক সংলাপে তিনি এ তথ্য জানান। ওসামা তাসীর বলেন, সারাবিশ্বে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়, যেখানে আমাদের দেশে এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। এমন বাস্তবতায় ‘গ্রিন বিল্ডিং’ নির্মাণের বিষয়টি পৃথিবীজুড়ে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

বাংলাদেশে ‘গ্রিন বিল্ডিং, প্রযুক্তি ও পণ্য’-এর ব্যবহার বাড়াতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ওপর স্বল্প হারে শুল্কারোপ এবং স্বল্প সুদে ঋণ দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ঢাকা চেম্বার সভাপতি। সংলাপে বিভিন্ন খাতের ৫০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। শ্রীলঙ্কাভিত্তিক এনার্জি সলভ্ ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মাহেন্দ্রা জয়ালাথ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এতে তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের গ্রিন ভবন নির্মাণের দিকে মনোযোগী হতে হবে। বিশেষত শিল্পে পরিবেশবান্ধব ভবন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা করবে। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন। স্টেকহোল্ডার ডায়ালগে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ, পরিচালক আশরাফ আহমেদ, দ্বীন মোহাম্মদ, এনামুল হক পাটোয়ারী, হোসেন এ সিকদার, খন্দ. রাশেদুল আহসান, কে এম এন মঞ্জুরুল হক, ইঞ্জি. মো. আল আমিন, মো. রাশেদুল করিম মুন্না, মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, শামস মাহমুদ এবং এস এম জিল্লুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শেয়ার বিজ
The Daily Share Biz
সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ

ডিসিসিআই'র অংশীজন সংলাপে বক্তারা

পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে দরকার সহায়ক নীতিমালা

নিজস্ব প্রতিবেদক

টেকসই শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও ভবন মালিকদের প্রণোদনা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। গত রোববার রাজধানীর ডিসিসিআই মিলনায়তনে অংশীজন সংলাপে (স্টেকহোল্ডার ডায়ালগ) বক্তারা এ পরামর্শ দেন। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ডিসিসিআই।

'টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ' শীর্ষক ওই অংশগ্রহণমূলক সংলাপের আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংলাপে বিভিন্ন শিল্প খাতের প্রায় ৫০ প্রতিনিধি অংশ নেন। শ্রীলঙ্কাভিত্তিক এনার্জি সল্‌ভ ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মাহেন্দ্রা জয়ালাথ এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সংলাপের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, দেশের অর্থনীতির উন্নয়নকে বেগবান করার পাশাপাশি বেসরকারি খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের বিষয়টিকে ডিসিসিআই সব সময় প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এরই মধ্যে 'পরিবেশবান্ধব পাটের মণ্ড ও কাগজ' এবং ধাতব খাতে 'রিসোর্স এফিশিয়েন্ট ক্লিনার প্রোডাকশন (আরইসিপি)' বাস্তবায়নে ঢাকা চেম্বার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

চেম্বার সভাপতি বলেন, টেকসই উন্নয়নে সব সময়ই পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি আমাদের ভবন নির্মাণ খাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি জানান, সারা বিশ্বে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যবহার করা হয়, যেখানে আমাদের দেশে এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ এবং এমন বাস্তবতায় 'গ্রিন বিল্ডিং' নির্মাণের বিষয়টি গোটা পৃথিবীতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

তিনি জানান, আমাদের তৈরি পোশাক খাতে 'গ্রিন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি)' সনদপ্রাপ্ত গ্রিন কারখানা রয়েছে প্রায় ৯০টি, যার মধ্যে ২৪টি ফ্যাক্টরি এলইইডি প্লাটিনাম ক্যাটেগরির।

তিনি বাংলাদেশের শিল্প খাতে 'গ্রিন বিল্ডিং, প্রযুক্তি ও পণ্য'র ব্যবহার বাড়ানোর জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয় আরও বাড়ানো, গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ওপর স্বল্পহারে শুল্কারোপ এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে মাহেন্দ্রা জয়ালাথ বলেন, আধুনিক কালের অর্থনীতিতে শিল্প খাতে টেকসই উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ বিষয় এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ, নানা ধরনের কেমিক্যালের ব্যবহারজনিত দূষণ, অভয়ারণ্য ও বনভূমি উজার এবং বর্জ্যের অব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

তিনি বলেন, এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভবন নির্মাণের কারণে পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২-৪২ শতাংশ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বায়ুদূষণ এবং এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের গ্রিন (পরিবেশবান্ধব) ভবন নির্মাণের দিকে মনোযোগী হতে হবে। বিশেষত শিল্প খাতে পরিবেশবান্ধব ভবন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা করবে। পানিসম্পদ রক্ষা, অর্থনৈতিক মুনাফা নিশ্চিত, ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস, স্থাপনার দীর্ঘস্থায়িত্ব, অধিক উৎপাদন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর আস্থা অর্জনে টেকসই পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাররা ভবন নির্মাণে গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ খাতে স্বল্প সুদে ঋণ ও স্বল্পহারে শুল্কারোপের প্রস্তাব করেন।

এছাড়া তাঁরা শিল্প খাতে ব্যয়হ্রাসের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধসহ আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ওপর জোরারোপ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন।

স্টেকহোল্ডার ডায়ালগে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই সহসভাপতি ইমরান আহমেদ, পরিচালক আশরাফ আহমেদ, দ্বীন মোহাম্মদ, এনামুল হক পাটোয়ারী, হোসেন এ সিকদার, রাশেদুল আহসান, কেএমএন মঞ্জুরুল হক, ইঞ্জিনিয়ার আল আমিন, মো. রাশেদুল করিম মুন্না, মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, শামস মাহমুদ, এসএম জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

আমাদের ভাষা গণমানুষের
মানবকণ্ঠ
www.manobkantha.com

ঢাকা চেম্বারে অংশীজন সংলাপ

টেকসই শিল্পোন্নয়নে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ জরুরি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

টেকসই শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণের দিকে মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে শুল্ক ও নীতি সহায়তার পাশাপাশি প্রণোদনাও দেয়া দরকার। গত রোববার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ' বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক সংলাপে বক্তারা এ কথা বলেন। সংলাপে বিভিন্ন শিল্প খাতের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শ্রীলঙ্কাভিত্তিক এনার্জি সলভ ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মাহেন্দ্রা জয়ালাথ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, দেশের অর্থনীতির উন্নয়নকে বেগবান করার পাশাপাশি বেসরকারি খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের বিষয়টিকে ডিসিসিআই সবসময়ই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নে সবসময়ই পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি আমাদের ভবন নির্মাণ খাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, সারাবিশ্বে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের প্রায় ৩০% ব্যবহৃত হয়, যেখানে আমাদের দেশে এর পরিমাণ প্রায় ৪০% এবং এমন বাস্তবতায় 'গ্রিন বিল্ডিং' নির্মাণের বিষয়টি সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের তৈরি পোশাক খাতে 'গ্রিন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি)' সনদপ্রাপ্ত গ্রিন কারখানা রয়েছে প্রায় ৯০টি, যার মধ্যে ২৪টি ফ্যাক্টরি এলইইডি প্লাটিনাম ক্যাটাগরির।

মূল প্রবন্ধে মাহেন্দ্রা জয়ালাথ বলেন, আধুনিককালের অর্থনীতিতে শিল্প খাতে টেকসই উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ বিষয়। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত মাটি, পানি ও বায়ুর দূষণ, নানাবিধ কেমিক্যালের ব্যবহারজনিত দূষণ, অভয়ারণ্য ও বনভূমি উজার এবং বর্জ্যের অব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তিনি বলেন, এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভবন নির্মাণের কারণে পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ থেকে ৪২ শতাংশ, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বায়ু দূষণ এবং এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের গ্রিন (পরিবেশবান্ধব) ভবন নির্মাণের দিকে মনোযোগী হতে হবে।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ ভবন নির্মাণে গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এখাতে স্বল্পসুদে ঋণ ও স্বল্পহার শুল্কারোপের প্রস্তাব করেন।

The Daily Alokito Bangladesh
আলোকিত বাংলাদেশ

ডিসিসিআই সংলাপে বক্তারা

টেকসই শিল্পোন্নয়নের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রণোদনা প্রদানের আহ্বান

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ভবন নির্মাণে গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ খাতে স্বল্পসুদে ঋণ ও স্বল্পহার শুল্কারোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া শিল্প খাতে ব্যয়হ্রাসের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধসহ আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব দেন।

রোববার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ' বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ডিসিসিআইতে আয়োজিত এ সংলাপে বিভিন্ন শিল্প খাতের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শ্রীলঙ্কানভিত্তিক এনার্জি সলভ ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মাহেন্দ্রা জয়ালাথ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, দেশের অর্থনীতির উন্নয়নকে বেগবান করার পাশাপাশি বেসরকারি খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের বিষয়টিকে ডিসিসিআই সবসময়ই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এরই মধ্যে 'পরিবেশবান্ধব পাটের মন্ড কাগজ' ও ধাতব খাতে 'রিসোর্স অ্যাফিশিয়েন্ট ক্লিনার প্রোডাকশন (আরইসিপি)' বাস্তবায়নে ঢাকা চেম্বার নিরলস-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নে সবসময়ই পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি আমাদের ভবন নির্মাণ খাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়, যেখানে আমাদের দেশে এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ এবং এমন বাস্তবতায় 'গ্রিন বিল্ডিং' নির্মাণের বিষয়টি সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। আমাদের তৈরি পোশাক খাতে 'গ্রিন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি)' সনদপ্রাপ্ত গ্রিন কারখানা রয়েছে প্রায় ৯০, যার মধ্যে ২৪ ফ্যাক্টরি এলইইডি প্ল্যাটিনাম ক্যাটাগরির। তিনি বাংলাদেশের শিল্পখাতে 'গ্রিন বিল্ডিং, প্রযুক্তি ও পণ্য' এর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় আরও বাড়ানো, গ্রিন প্রযুক্তি ও পণ্যের ওপর স্বল্পহারে শুল্কারোপ এবং স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে মাহেন্দ্রা জয়ালাথ বলেন, আধুনিককালের অর্থনীতিতে শিল্প খাতে টেকসই উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ বিষয় এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত মাটি, পানি ও বায়ুর দূষণ, নানাবিধ কেমিক্যালের ব্যবহারজনিত দূষণ, অভয়ারণ্য ও বনভূমি উজার এবং বর্জ্য অব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ভবন নির্মাণের কারণে পরিবেশের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ থেকে ৪২ শতাংশ, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বায়ুদূষণ এবং এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে আমাদেরকে গ্রিন (পরিবেশবান্ধব) ভবন নির্মাণের দিকে মনযোগী হতে হবে। বিশেষত শিল্প খাতে পরিবেশবান্ধব ভবন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা করবে। পানিসম্পদ রক্ষা, অর্থনৈতিক মুনাফা নিশ্চিত, ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস, স্থাপনার দীর্ঘস্থায়িত্ব, অধিক উৎপাদন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর আস্থা অর্জনে টেকসই পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি।

স্টেকহোল্ডার ডায়ালগে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ, পরিচালক আশরাফ আহমেদ, আলহাজ্ব দ্বীন মোহাম্মদ, এনামুল হক পাটোয়ারী, হোসেন এ সিকদার, খন্দকার রাশেদুল আহসান, কেএমএন মঞ্জুরুল হক, ইঞ্জিনিয়ার মো. আল আমিন, মো. রাশেদুল করিম মুন্না, মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, শামস মাহমুদ, এসএম জিল্লুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।